দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

037

শিক্ষাঙ্গন

ট্রান্সফার সার্টিফিকেট প্রসঙ্গে

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক বরিশাল জেলার গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি নতুন এস, এস, সি, পরীক্ষা কেন্দ্র মঞ্জুরী লাভ করায় শহরের স্কুলে অধ্যয়নরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী ট্রান্সফার সার্টিফিকেট না নিয়েই গ্রামাঞ্চলের স্কুলে বে-আইনীভাবে ভর্তি হয়ে এস, এস, সি, পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

শহরের স্কুলে অধ্যয়নরত এসব ছাত্র-ছাত্রী রেজিষ্ট্রেশন নম্বর না নিয়ে গ্রামাঞ্চলের স্কুলে ভর্তি হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য যে, যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এক নির্দেশে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে জুন মাসের পরে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর ট্রান্সফার সার্টিফিকেট অথবা ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ভর্তি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। এ ছাড়া গত কয়েক বছর যাবত শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ পুনঃ পুনঃ এই মর্মে সার্কুলার জারি করে আসছেন। নির্দেশে বলা হয় যে, এস, এস, সি, পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই নিজ নিজ বিদ্যালয় হতে পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু এক শ্রেণীর প্রধান শিক্ষক শিক্ষা বোর্ডের এই নির্দেশের তোয়াক্কা না করে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের বছরের শেষে অবাধে বে-আইনীভাবে ভর্তি করে নিচ্ছেন।

এ ছাড়া ঐ সব পরীক্ষার্থীর পছন্দমত পরীক্ষা কেন্দ্র হতে এস, এস, সি, পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন। নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী স্ব স্ব বিদ্যালয় হতে রেজিষ্ট্রেশন নম্বর না নিয়েই কার বা কাদের ছত্রছায়ায় থেকে নতুনভাবে রেজিষ্ট্রেশন করে নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তা ওয়াকেফহাল মহলের বোধগম্য নয়। যদিও শিক্ষা বোর্ডের কঠোর নির্দেশ রয়েছে যে, ছাত্র-ছাত্রীদের ৯ম শ্রেণীতে থাকাকালীন বিনা জরিমানায় ৩০ জুনের পূর্বে এবং জরিমানাসহ ৩১ অক্টোবরের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, বর্তমানে কোন কোন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে অর্থের বিনিময়ে নাকি ১০ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে নাম রেজিষ্ট্রেশন করার সুযোগ দিচ্ছেন।

উল্লেখিত অভিযোগের প্রেক্ষাপটে ওয়াকেফহাল মহল মনে করেন যে, শহরের এস, এস, সি, পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ায় পরীক্ষার্থীরা গ্রামাঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাধ অসদুপায় অবলম্বন করার সুযোগ লাভের আশায় এ ভাবে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট না নিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ ইদানীং গ্রামাঞ্চলের এস, এস, সি, পরীক্ষা কেন্দ্রে এক শ্রেণীর স্কুল শিক্ষকদের সহায়তায় পরীক্ষার্থীরা অবাধ টোকাটুকির সুযোগ পায় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে ওয়াকেফহাল মহল আশা পোষণ করেন।

—জাকির হোসেন মহিন

রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্রাবাস

ঐতিহ্যবাহী রাজেন্দ্র সরকারী কলেজের ছাত্রাবাস অযত্ন, অবহেলা এবং সংস্কারের অভাবে আর এক জগন্নাথ হলের রূপ ধারণ করেছে। ১৯১৯ সালে নির্মিত বেনী মাধব পাল কর্তৃক দানকৃত দীননাথ ছাত্রাবাসটি বর্তমানে 'কন্ডেম' নামে পরিচিত। ফরিদপুরের গৌরব সরকারী রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা পঁচিশ শতাধিক। তন্মধ্যে আবাসিক ছাত্র সংখ্যা ১৫৫ জন। অর্থাৎ প্রতি একশ' জনের মধ্যে ৬ জন ছাত্র নামমাত্র আবাসিক সুবিধা পায়।

ছাত্রাবাসের কিছু অংশ কণ্ডেম নামে পরিচিত। এই কণ্ডেম ছাত্রাবাসটি পূর্বে 'দীননাথ হোস্টেল' নামে ছিল যা বর্তমানে বসবাসের অনুপযোগী। অতি সামান্য বৃষ্টি হলেই রুম থেকে সাময়িক বিদায় নিতে হয়। চেয়ার, টেবিল, বিছানা-পত্র, বই-খাতা সব যদি বৃষ্টি আসার আগে সরানো যায় তাহলে রক্ষা পায়। নতুবা মূল্যবান কাগজ-পত্র ও সকল প্রকার দ্রব্যাদি বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়। দিনের বেলায় অনেকে থাকলেও রাতের বেলা ভাঙ্গা ছাদের দিকে তাকিয়ে জগন্নাথ হলের দুর্টঘনার কথা মনে পড়ায় রাতের বেলা অন্যত্র চলে যেতে হয় ছাত্রদের। দীর্ঘদিন যাবত সংস্কার না করায় নানা ধরনের গাছ-পালা ছাদ ও দালানের গায়ে জন্মেছে। রুমগুলো সব সময় স্যাঁতসেঁতে থাকায় সর্দি কাশি ও নানা ধরনের রোগযন্ত্রণায় ছাত্রদের ভুগতে হয়।

শৌচাগার ও প্রস্রাবখানা সবগুলোই সেকেলে ধরনের। দুর্গন্ধমুক্ত এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। ২টি নলকূপ এবং ৩টি পুকুর থাকলেও ২টি পুকুর ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ডাইনিং-এর ব্যবস্থা নেই। ফলে ছাত্ররা নিষেধ অমান্য করেই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে প্রতি রুমেই হিটার চালাতে শুরু করেছে। খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম একেবারে নেই। মোটকথা বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম একটি টিভি রুম।

অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছাত্রদের বসবাস করতে হয়। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে বেশ উদাসীন বলে মনে হয়।

—আলাউদ্দীন আহমদ
অর্থনীতি বিভাগ ২য় বর্ষ
রাজেন্দ্র কলেজ
ফরিদপুর।